প্রথম আলো

তারিখ 0 7 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

শিক্ষকদের কথা

কথা দিয়ে কেন কথা রাখা হয় না

মো. সিদ্দিকুর রহমান

শিক্ষকেরা শুধু জাতি গড়ার কারিগর নন, তারা পথপ্রদর্শকও। শিক্ষকতা এক মহান পেশা—এ চিরন্তন সত্য। অথচ আজ মনে হচ্ছে শিক্ষকতা হলো দরিদ্রতার কশাঘাতে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকার এক বিষাদময় পেশা। যেখানে শিক্ষকদের তার পেশা নিয়ে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার কথা, সেখানে বাস্তবে আমরা দেখছি ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবিতে তাদের রাজপথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। পথের ধুলোয় বঞ্চনার কষ্টে আত্মহননের সিদ্ধান্ত আর কান্নায় ভেঙে পড়া শিক্ষকদের মধ্যে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছি। আরও পেয়েছি শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ আন্দোলনে থানা হাজতে ১০ ঘণ্টা অবস্থানের করুণ হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা।

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সরকারের মনোভাব দেখে মনে হয়েছে, এ অবস্থা পরিবর্তনে তাদের কিছুই করণীয় নেই। সব দায়দায়িত্ব যেন শিক্ষকদের। নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সুকৌশলে প্রচার করা হচ্ছে যে, তারা শিক্ষার্থী বা জাতিকে জিম্মি করে আন্দোলন করছেন। বাস্তবে দীর্ঘদিন পর্যায়ক্রমে দাবি জানানো হলেও সরকার কর্ণপাত না করে, না শোনার ভান করে এসেছে। ফলে পর্যায়ক্রমে মিছিল-সভা, স্মারকলিপি পেশ, স্বল্পকালীন কর্মবিরতি, কালো ব্যাজ ধারণসহ অনির্ধারিত দিনের জন্য শুরু হয় কর্মবিরতি ও আমরণ অনশন। সরকার খুব শিগগির আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে না। যার ফলে বাস্তবে শিক্ষার্থী বা জাতিকে জিম্মি করার জন্য শিক্ষকদের বাধ্য করা হয়। ১৩ জুলাই ২০০৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ন্যূনতম যে বেতন স্কেল অনুমোদন করা হয়, তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ৭৫ কোটি টাকা। সাবেক অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের উন্নীত স্কেলের সুবিধা জুলাই থেকে কার্যকর করার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও ২৯ আগস্ট থেকে কার্যকর করার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বেতন নির্ধারণে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কোনো নির্দেশনা না থাকায় আজও শিক্ষকেরা উন্নীত স্কেলে বেতন পাচ্ছেন না।

উন্নীত স্কেলে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ২০০৫ সালে বেতন স্কেল থেকে যদি নিচের ধাপে পিপি দিয়ে বর্তমান প্রাপ্য বেতন দেওয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় বর্ষে বার্ষিক প্রণোদনা প্রদানের সময় সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্যতিরেকে সব শিক্ষকের বেতন আগের স্কেলের বেতনের চেয়ে কম হবে। সিনিয়র শিক্ষকেরা পেনশনের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ কম পাবেন। এ ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য সর্বোচ্চ আনুমানিক ২০ কোটি টাকা খরচ হতে পারে।

অপরদিকে নিয়োগের তারিখ থেকে পর্যায়ক্রমে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত উন্নীত স্কেলে বেতন নির্ধারণ করে ওই তারিখে প্রাপ্য টাইমস্কেল প্রদান করা হলে বেতন কম পাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। শিক্ষকদের ৫০-২০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আনুমানিক সর্বমোট ৫০ কোটি টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়। বেতন নির্ধারণের জটিলতা নিয়ে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী আ. কা. ফজলুল হক, নুরুল আজিমসহ আমরা একাধিকবার উপ হিসাব নিয়ন্ত্রকের (পদ্ধতি) সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে উপরিউক্ত সমস্যা শোনেন। তিনি বলেন, 'কোনো উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা যদি উপরিউক্ত জটিলতা নিয়ে লিখিতভাবে জানান, তাহলে আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের জন্য লিখব।'

দুঃখজনক হলেও সত্যি, বিষয়টি সুরাহা করার জন্য উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় ও হিসাব রক্ষণ কার্যালয়ের তেমন কোনো উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। স্বাধীনতার পর এই প্রথম মহাপরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর) ও সচিবের (প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়) আন্তরিক প্রচেষ্টায় আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে বেতন বৈষম্য দূরীকরণের যে সুপারিশ করা হয় তার জন্য অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন ৬১ কোটি টাকা।

উপরিউক্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ও বর্তমান উন্নীত স্কেলে বেতন নির্ধারণে সময়ক্ষেপণ হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। একদিকে শিক্ষকদের উন্নীত স্কেলে বর্ধিত বেতন জুলাই থেকে কার্যকর না হওয়ায়, অপরদিকে আজও বেতন নির্ধারণ না হওয়ায় ঈদুল ফিতর উৎসব বোনাস কম দেওয়া হয়েছে। বেতন নির্ধারণের এ জটিলতা নিরসনের জন্য মহাপরিচালক ও সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে আজকের এ সমস্যা নিরসন হবে বলে প্রাথমিক শিক্ষকেরা আশাবাদী।

সরকারের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক স্থবিরতায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করছে। তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, গত ১০ বছর প্রাথমিক শিক্ষকেরা সবকিছু উজাড় করে দেওয়ার পরও কেন কথা দিয়ে কথা রাখা হয়নি? প্রাথমিক শিক্ষকেরা অতীতের মতো বিগত আন্দোলনেও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের ঐক্যের ভিত অত্যন্ত মজবুত। অথচ আন্দোলনে অর্জিত ফল কেন আজও তারা ভোগ করতে পারছেন না, বিষয়টি সব শিক্ষককে ভাবিয়ে তুলেছে। উন্নীত স্কেল দ্রুত বাস্তবায়ন হবে—এ প্রত্যাশা সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের।

মো. সিদ্দিকুর রহমান: সভাপতি, ঢাকা মহানগরী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও সুশিক্ষা আন্দোলন।